ভোরের কাগজ
ঢাকা শুক্রবার ১৮ আশ্বিন ১৪২১ • ৩ অক্টোবর ২০১৪

ভাবী নাগরিক বিনির্মাণে করণীয়

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

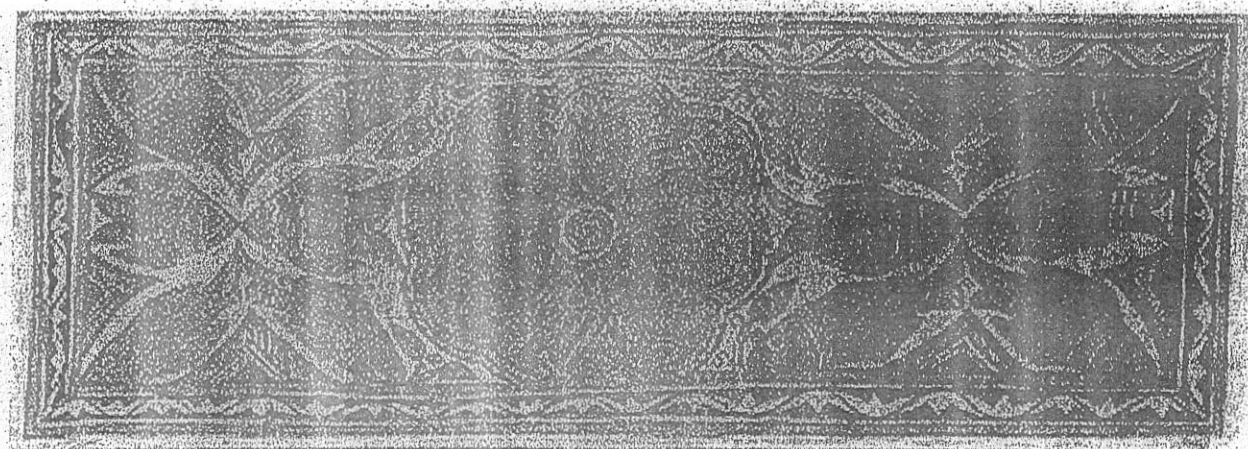

বীজ থেকে যেমন গাছের সৃষ্টি হয় তেমনি ভ্রূণ থেকে মানব শিশুর সূচনা হয়। সৃষ্টির সব জীবই কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় পৃথিবীর আলো বাতাসের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হলেও সে সবচেয়ে বেশি অসহায়ত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্যের অবলম্বন ব্যতিরেকে সে নিজেকে পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে না। পরম মমতা ও যত্নে একটি শিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে তুলতে হয়। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যাতেই তার যথাযথ বিকাশ ঘটে। শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল শিশুদের চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করে চারা রূপ শিশুকে পরিচর্যা করার জন্য শিক্ষক এবং মা-বাবাকে মালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেছেন। সত্যিই যদি একটি চারাগাছকে ঠিকভাবে পরিচর্যা করা না হয়, ঝড়বৃষ্টি, পশুপাখি থেকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে আগল বা বেড়া দেয়া না হয় তাহলে ঐ গাছটি চারা পর্যায়েই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যথাযথ পরিচর্যায় বড় করে যদি গাছটিকে পূর্ণাঙ্গ গাছে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে ঐ গাছটি এক সময় ফুল-ফল দিয়ে সুশোভিত হয়ে মানুষের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এক সময় গাছটি মহীরুহে পরিণত হয়ে মানুষকে ছায়া দেয়, পাখ-পাখালিকে আশ্রয় দেয় অর্থাৎ ঐ গাছটি সম্পদে পরিণত হয়। ফ্রয়েবলের চষধহঃ-মধৎফবহবৎ ঃযবড়ৎু অনুযায়ী একটি শিশুকে দেখলে, গাছের মতোই যথাযথ পরিচর্যায় শিশুকে তৈরি করতে পারলে, শিক্ষকের সাথে বাবা-মা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সমাজের সবাই পরিচর্যায় আগল তথা বেড়া তৈরি করে ঐ সব শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে ফলভারে অবনত বৃক্ষের মতোই পরিপূর্ণ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে সে দেশের কল্যাণে নিজের অবদান প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

জন্মের পর বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় একটি শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঘটে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু কথা বলতে শেখে, ভাষা আয়ত্ত করে, সামাজিক রীতিনীতি শেখে। শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সতর্ক দৃষ্টি রেখে শিশুকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হয় যাতে করে শিশুটির বিকাশ কোনো নেতিবাচক দিকে মোড় নিতে না পারে। পরিমিত আদর শাসন শিশুর জন্য মঙ্গলজনক। অতি আদরে যেমন শিশু প্রশ্রয় পায়, তেমনি অতি শাসনে সে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। চারা গাছকে যেমন বেড়া না দিয়ে চার দেয়ালে বন্দী করলে গাছটি আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি শিশুর ক্ষেত্রে অতি শাসন তাকে উদ্ধত ও বেপরোয়া করে। তাই এ ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা দরকার। একই সাথে শিশু চরিত্রের মধ্যে বিবেচনাবোধ ও জবাবদিহিতা বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো দরকার। চাওয়া মাত্র শিশুর হাতের কাছে সব পৌঁছে দিলে তার মধ্যে বিবেচনা বোধ জন্মাবে না। শিশু তার যে কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাবা, মা ও শিক্ষকের কাছে বাধ্য থাকবে। জবাবদিহিতায় অস্বচ্ছতা থাকলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। হতে পারে সেটি মানসিক বঞ্চনা। যেমন মা-বাবার স্নেহ ভালোবাসার স্পর্শ থেকে কিছু সময় বা কিছুদিনের জন্য বঞ্চিত করা আবার বস্তুগত কোনো জিনিস প্রাপ্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। চলার পথে শিশুকে হোঁচটের মুখোমুখি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে শিশু বারবার আছাড় খেয়ে হাঁটতে শেখে সে পরবর্তীতে যখন পুরোপুরি হাঁটতে শেখে তখন আর তার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু যে শিশুকে হাত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে শেখানো হয়, সেই শিশুর হাঁটতে শেখার দৃঢ়তা অর্জনে অনেক বেশি সময় অতিবাহিত করতে হয়। পরিবারে এসব বিষয়ের চর্চা থাকলে শিশু যৌক্তিক বোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তবে এ বিষয়গুলো এক দিনে বা এক বছরে শিশুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো যায় না। পরিবারে এ বিষয়গুলোর চর্চা থাকলে শিশু মা, বাবা, ভাইবোনের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োগ দেখে বড় হয়। পরবর্তীতে সে যখন ঐ স্তরে গিয়ে পৌঁছায় তখন নিজেকে সেই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করে। সর্বোপরি একটি যৌক্তিক পারিবারিক কাঠামোই শিশুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে।

বয়ঃসন্ধিকাল শিশুর জীবনে একটি স্পর্শকাতর সময়। রবীন্দ্রনাথের কথায় '১৩-১৪ বছর বয়সের মতো এমন বালাই আর পৃথিবীতে নেই'। এ বয়সে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে শারীরিক পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে। এ শারীরিক পরিবর্তনের কিছু বাহ্যিক প্রকাশ তাদের দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। যেমন কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয়, দেহের আকার অবয়বে পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালীন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে। কারণ ছেলেমেয়েদের এই বিশেষ সময়কালীন অবস্থায় তাদের দিকে যে দৃষ্টি দিতে হবে এ বিষয়টিই বেশির ভাগ পরিবার জানে না। ফলে এ বয়সী ছেলেমেয়েরা উপযোজনে সমস্যায় পড়ে। তাছাড়া এটি একটি সন্ধিক্ষণ। এ সন্ধিক্ষণে তারা ভূমিকার দ্বন্দ্বে পড়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ফলে এ সময় ছেলেমেয়েরা বন্ধু-বান্ধবদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বন্ধু-বান্ধবদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে এ সময়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য এডভেঞ্চার প্রিয়তা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, নিত্যনতুন বিষয় জানার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তারা অতি তৎপর হয়ে ওঠে এবং অতি তৎপরতার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে তারা অনেক সময় বিপদের মুখোমুখি হয়। তাই বয়ঃসন্ধিকালের এ বিশেষ পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের হিসেবী আচরণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের মোকাবেলা করা দরকার।

বয়ঃসন্ধিকালীন বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার বন্ধু শ্রেণী বা সমবয়সী দল। এ বয়সী ছেলেমেয়েরা কাদের সাথে মেলামেশা করছে, যে সময়টুকু বাইরে কাটাচ্ছে সে সময়ে কারা তার সহচর হচ্ছে, কোন এলাকায় তার অবসর সময় অতিবাহিত করছে, অবসরে তারা কী পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করছে, টাকা পয়সা কোথা থেকে পাচ্ছে এ বিষয়গুলো শুরু থেকে বাবা মায়ের নখদর্পণে থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে রোগ পুরাতন হয়ে গেলে তার নিরাময় কষ্টসাধ্য হয়। তাই শুরুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

আকাশ সংস্কৃতি, মুঠোফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহার সহজলভ্য হওয়ায় এগুলো সুফলের সাথে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক ঝুঁকি বয়ে আনছে। মুঠোফোন আমাদের জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠলেও উঠতি বয়সী তরুণরা এটিকে নেতিবাচকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য বিক্রির কৌশল হিসাবে বিভিন্ন লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যা এই নেতিবাচকতাকে উসকে দিচ্ছে। রাত বারটার পর কম রেটে কথা বলা বা টক টাইম ফ্রি করে দেয়ার মধ্য দিয়ে তরুণ সমাজকে রাত জাগা পাখিতে পরিণত করা হচ্ছে। এরা পড়াশুনা ছেড়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলে রাত ভোর করে দিচ্ছে, অন্যদিকে বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বাধা দিতে গেলে বা আপত্তি করলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে। একইভাবে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা তরুণ সমাজকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে বাবা মায়ের সচেতনতার সাথে সাথে সরকারকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সাথে সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বাড়াতে হবে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে পণ্য বিক্রির কৌশল বদল করতে হবে। তরুণ সমাজকে অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। বিনোদনধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, টকশো ও প্রতিবেদনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মা-বাবাসহ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করতে হবে। ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ে ছেলেমেয়েরা হতাশ হয়ে যাতে ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেকে জড়িত না করে সে জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে তাদের দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

একটি শিশুর বিকাশে পিতা-মাতার সাথে সাথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তার বিদ্যালয় ও শিক্ষক। শিশুদের বিকাশকালীন সময়ের বিভিন্ন চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সব ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসছে তাদের অধিকাংশের মা-বাবা শিক্ষিত ও সচেতন নয়। সে ক্ষেত্রে এসব শিশুদের পরিচর্যার মূল দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষকদের ওপর। কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর বাস্তব প্রয়োগ করে দেশাত্মবোধ, গুরুজনে ভক্তি, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, ধর্মভীরুতা এগুলো দৈনন্দিন চর্চার মধ্য দিয়ে তাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। পাঠের মূল উপযোগিতা তাদের কাছে মূর্ত করে এগুলোকে আচরণে রূপদান করতে সচেষ্ট হতে হবে।

আজকের শিশুই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমরা একটি সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন দেখতে পারি। এ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিশু প্রতিপালনে স্নেহ, আদর, শাসন ও নিয়ন্ত্রণের সুহনীয় দেয়াল তৈরি করে তাদের যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, সরকার প্রত্যেকের যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলেই সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করবে। ■

ok
Masud